বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি নির্ভর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র প্রভিশনাল হিসাবানুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান ১১.০২%। শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কৃষি খাতের পরোক্ষ অবদান রয়েছে। লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২৩ (বার্ষিক সাময়িক) অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমজীবীর ৪৪.৪১% প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। মানুষের খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য কৃষিখাত যে কতটা গুরুত্বপূর্ন সেটি আরও বেশি জানান দিয়েছে কোভিড ১৯ কালীন ও তার পরবর্তী যখন সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতির অস্থিতিশীল অবস্থা। উক্ত সময়ে দেশের কৃষির স্বয়ংসম্পন্নতায় ও আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে এ দেশের কৃষি ও কৃষক যে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে তা অনস্বীকার্য।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি একটি অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক। কৃষি খাতকে টেকসই ও সমৃদ্ধ করতে এবং গ্রামীন আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত সকল কর্মসূচির সাথে যুক্ত বিভিন্ন কৃষিবান্ধব উদ্যেগে দেশের কৃষক এবং কৃষিখাত'কে সহায়তা করার জন্যই অগ্রণী ব্যাংক রুরাল ক্রেডিট ডিভিশনের প্রতিষ্ঠা। কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ এবং বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনমুখী কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মকান্ডে অগ্রণী ব্যাংক ১৯৭৭ সাল হতে কৃষকদের মাঝে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে আসছে। এছাড়াও সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত কৃষির উৎপাদন খাতে ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি অন্যান্য ব্যাংকের ন্যায় অগ্রণী ব্যাংকেও চালু করা হয়েছে।

কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রাপ্তিতে প্রচলিত নিয়মাবলী সমূহ ঃ

| | |
|---|---|
| ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা | কৃষিকাজে নিয়োজিত প্রকৃত কৃষক এছাড়া পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িতরা। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, বর্গাচাষী এবং অন্যান্য কৃষকদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে ঋণখেলাপি কৃষক ঋণ পাবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। |
| সুদের হার | বর্তমানে কৃষি ও পল্লী ঋণ ১২.৪০% এবং<br>কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ও চলতি মূলধন ঋণ ১৩.৪০%।(ব্যাংকের প্রচলিত সার্কুলার অনুযায়ী)। |
| পরিশোধ পদ্ধতি | এককালীন/কিস্তিতে। |
| ঋণের মেয়াদ | স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ। |
| জামানত | এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন। তবে এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে জামানত গ্রহন সহ ঋণ বিতরণ করা যাবে। |
| বরাদ্দকৃত এলাকা | লীড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ইউনিয়নসমূহে ফসলসহ কৃষির বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। তবে অন্য ব্যাংক শাখার নামে বরাদ্দকৃত পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের কোন আগ্রহী আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট শাখার অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা যাবে। |
| অনুমোদিত শাখাসমূহ | ব্যাংকের গ্রামীন সকল শাখাসহ শহরে শাখা (যে সব শাখায় কৃষি ঋণ বাজেট বরাদ্দ আছে) |

অগ্রণী ব্যাংকের সারা দেশের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের বিভিন্ন খাত ও মেয়াদ সমূহ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। স্বল্প মেয়াদি ঋণ | | ২। দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ | |
| ১.১। শস্য ফসল ঋণ | | ২.১। সেচযন্ত্রপাতি | |
| | ক) রোপাআমন | | ক) গভীর নলকূপ |
| | খ) রবিফসল | | খ) অগভীর নলকূপ |
| | ১. বোরো | | গ)এলএলপি |
| | ২. গম | | ঘ) হস্তচালিত নলকূপ/ওয়াটার পাম্প/ট্রেডলপাম্প। |
| | ৩.আলু | | |
| | ৪. আখ | ২.২। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন | |
| | ৫. সরিষা/বাদাম | | ক) হালের গরু/মহিষ |
| | ৬.অন্যান্য রবি ফসল | | খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন |
| | (ডাল,শীতকালীন শাক সবজি | | ১) গরু মোটাতাজাকরণ |
| | ইত্যাদি) | | ২। দুগ্ধ খামার |
| | গ) গ্রীষ্মকালীন ফসল | | ৩। ছাগল/ভেড়ার খামার |
| | ১) আউশ/বোনা আমান | | গ) হাঁস/মুরগীর খামার (পোল্ট্রি) |
| | ২) পাট | | ঘ) কেঁচো কম্পোস্ট সার। |
| | ৩) ভুট্টা | ২.৩। কৃষি যন্ত্রপাতি | |
| | ৪)অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফসল (তিল,গ্রীষ্মকালী শাক-সবজি ইত্যাদি) | | ক) পাওয়ার টিলার |
| | ঘ) তুলা | | খ) ট্রাক্টর |
| | ঙ) বীজ উৎপাদন | | গ) ফসল কাটা মাড়াইয়ের যন্ত্র |
| | চ) অন্যান্য ফসল (আদা,কচু ইত্যাদি)। | | ঘ) অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি |
| ১.২। মৎস্য সম্পদ | ক) মৎস্য চাষ | ২.৪। নার্সারী ও উদ্যান ভিত্তিক ফসল | (আনারস, বাউকুল ওয়েল পাম ইত্যাদি) |
| | খ) চিংড়ী চাষ | ২.৫। পান বরজ | |
| | গ) একুয়াকালচার | ২.৬। মাশরুম চাষ | |
| | ঘ) রেণু উৎপাদন | ২.৭। আয় উৎপাদনক্ষম কর্মকান্ড | |
| ১.৩। লবন চাষ | | ২.৮। গ্রামীন পরিবহন | (নৌকা, রিক্সা,ভ্যান,গরু গাড়ি ইত্যাদি) |
| ১.৪। অন্যান্য স্বল্প মেয়াদি কর্মকান্ড | | ২.৯। জলমহাল ব্যবস্থাপনা। | |
| ১.৫। শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ | | ২.১০। অন্যান্য মেয়াদী কর্মকান্ড | [ রেশমগুটি উৎপাদন লাক্ষা গাছ,খয়ের গাছ উৎপাদন, রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ, চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ইত্যাদি]। |
| ১.৬। বিবিধ । | ১.৬.১। দেশে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বিধায় এসব পণ্য আমদানি বাবদ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। কৃষকদের এ ধরনের ফসল চাষকে উৎসাহ দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতে কৃষকদের ভর্তুকিতে ৪% রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। | | |
| | ১.৬.২। কোভিড ১৯ মহামারী ও অন্যান্য কারণে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বাংলাাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ০৫ টি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু করা হয়েছে। তম্মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক রুরাল ক্রেডিট ডিভিশন সফলভাবে ০২ টি পুন:অর্থায়ন কর্মসূচি শতভাগ ঋণ বিতরণ করেছে। বর্তমানে পুনঃঅথার্য়ন স্কীম-০৩ঃ (স্কীমের নামঃ "ঘরে ফেরা" ঋণ কর্মসূচী, মেয়াদ ডিসেম্বর/২৪ পর্যন্ত) ও পুনঃঅথার্য়ন স্কীম-০৪ঃ (স্কীমের নামঃ "খাদ্য নিরাপত্তা" বিষয়ক ঋণ কর্মসূচী,মেয়াদ ডিসেম্বর/২৪ পর্যন্ত) এবং পুনঃঅথার্য়ন স্কীম-০৫ঃ (স্কীমের নামঃ "গম,ভূট্টা" মেয়াদ জুন/২০২৫ পর্যন্ত) সর্বমোট ৩টি পুনঃঅথার্য়ন স্কীম কর্মসূচী চলমান রয়েছে। | | |

**উপরে বর্ণিত খাত ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত খাতসমূহে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয় ঃ**

সামুদ্রিক শৈবাল, মুক্তাচাষ, ওয়েল পাম চাষ, ঘৃত কুমারী, ড্রাগন ফল, চা চাষ, মধু চাষ, নেপিয়ার ঘাস চাষ, রেশম চাষ, তুলা চাষ, কাজু বাদাম চাষ, রাম্বুটান চাষ, টিস্যু কালচার খাতে, সৌন্দর্যবর্ধক ও ঔষধি গুন সম্পন্ন গাছগাছড়া, উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ বিতরণ, জলাশয়/জলমহাল/হাওরে মৎস্য চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ, উপকূলীয় এ্যাকোয়া-কালচার খাতে ঋণ বিতরণ, পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ, বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, কাঁকড়া, কুচিয়া, সিবাস ও অপ্রচলিত মৎস্য চাষে ঋণ বিতরণ, ভেনামি চিংড়ি চাষ, ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদ, ছাদ কৃষিতে অর্থায়ন, শুটকি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, মুক্তা চাষ, টার্কি পাখি পালন, ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র ক্রয়, সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়, কৃষি সোলার হোম সিস্টেম, সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম, সৌর শক্তি চালিত সেচ যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ, তাঁত শিল্পে অর্থায়ন, রেয়াতি সুদ হারে লবন চাষিদের ঋণ, কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ঋণ, শস্য/ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাত, অমৌসুমি সবজি/ফসল চাষ, নার্সারী স্থাপন খাত, লবনাক্ত ও খরা সহিষ্ণু ফসল চাষে, জলাবদ্ধ ও বন্যাপ্রবন এলাকায় সহিষ্ণু ফসল চাষে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

গ্রামীন অর্থনীতিতে স্বল্প পুঁজির স্থানীয় ছোট ব্যবসা বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন-বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরী, কামার কুমোরের কাজ, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়/দর্জি, কৃত্রিম গহনা তৈরী, মোমবাতি তৈরী, কাঠের কাজ, শীতল পাটি বুনন, মুদি দোকান, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির সাথে জড়িত নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহে ঋণ প্রদান। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন পুন:অর্থায়ন স্কিমের আওতায় স্বল্প পুঁজির স্থানীয় ব্যবসা, পরিবহন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী যানবাহন ক্রয়, ক্ষুদ্র প্রকৌশল শিল্প, তথ্য প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্র ও অন্যান্য সেবা উৎসারী কর্মকান্ড, বসতঘর নির্মাণ/সংস্কার, সবজি, ফুল ও ফলের বাগান খাতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।